Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানভি ইসলাম

রোলঃ ২৩১০০১২০৪৭৫

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানভি ইসলাম

রোলঃ ২৩১০০১২০৪৭৫

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানভি ইসলাম, আইডিঃ ২৩১০০১২০৪৭৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ গীবত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তানভি ইসলাম

আইডিঃ ২৩১০০১২০৪৭৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় 6

১.গীবত কি? 6

২. গীবতের প্রকারভেদ 7

৩.গীবত একটি মারাত্মক কবিরা গুনাহ 9

৪.গীবত ও চোগলখোরীর পার্থক্য 10

৫.মৃতব্যক্তির গীবত 12

৬.ইশারা-ইঙ্গিতে গীবত 13

৭.অভিনয় এর মাধ্যমে গীবত 14

৮.মুসলমানের গীবত 15

৯.ইবাদতের গীবত 15

১০.গুনাহের গীবত 17

১১.যা গীবত ভাবা হয় না 19

দ্বিতীয় অধ্যায় 22

১২.গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার নামান্তর 22

১৩.যিনা-ব্যভিচার ও সূদ-ঘুষের চেয়েও নিকৃষ্ট পাপ গীবত 23

১৪.গীবত এর শাস্তি ও ভয়াবহতা 24

১৫.গীবতকারী কবরে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে 25

১৬. গীবতের মাধ্যমে নেক আমল ক্ষতিগ্রস্ত হয় 26

১৭.ক্বিয়ামতের দিন অন্যের পাপের বোঝা নিজের কাঁধে চাপে 28

১৮. পরকালের কঠিন শাস্তি ভোগ 29

তৃতীয় অধ্যায় 30

১৯.জবানের হেফাজত 30

২১.গীবত থেকে বাচার উপায় 34

২২.গীবত পরিহার ইবাদতের চেয়েও উত্তম..35

২৩.গিবতের কাফফারা ও ক্ষতিপূরণ...36

প্রথম অধ্যায়

১.গীবত কি?

জিহ্বা হৃদয়ের দ্বার,এটি অন্তরের খবর সরবরাহ করে। এটি যেমন মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে ডোবাতে পারে, তেমনি সাফল্যের শীর্ষেও পৌছে দিতে পারে। অযথা ও অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় কথা থেকে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ রেখে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাই ঈমানের অনিবার্য দাবী।
ঝগড়া-বিবাদ, তিরস্কার, মিথ্যা কথা, মুনাফেকি, পরনিন্দা, গালমন্দ ইত্যাদি থেকে যবানকে নিয়ন্ত্রণ রাখাই ঈমানের আবশ্যকীয় অংশ। জিহ্বাকে সংযত রাখার ব্যাপারে কোরআন ও হাদিসে অসংখ্য বার আলোচিত হয়েছে।

«ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

নিজের ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাকে নিয়ে এমন কোনো কথা বর্ণনা করা; যা তার পছন্দ নয়।
-(সহিহ মুসলিম)

শরীয়াতের পরিভাষায় কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার এমন কোন দোষ ত্রুটি বর্ণনা করা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হয়, তাকে গীবত বলে। তা বলা কিংবা লেখার মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বা অন্য কোন পদ্ধতিতে হতে পারে। আর যদি এমন দোষ বর্ণনা করা হয় যার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে নেই,তা হলে তা মিথ্যা অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে।উপস্থিত জীবিত বা মৃত যেকোনো লোককে গালি দেয়া মহাপাপ, এবং কোন মুমিনকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহ। আর যাকে গালি দেয়া হয় তার কাছে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া ওই মাফ করা হয় না।

২. গীবতের প্রকারভেদ

আমরা নিজেদের জানা, অজানা অবস্থায় যে গুনাহটি নিঃসঙ্কোচ সবচেয়ে বেশি পরিমাণ করে থাকি তা হচ্ছে গীবত। এটি এমন এক গুনাহ, যা করার সময় আমাদের মনে হয় না আমরা যে গুনাহ করছি।
গীবতের ক্ষতিসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, যার গীবত করা হয় তার আমলনামায় গীবতকারীর সওয়াব চলে যায় এবং গীবতকারীর আমলনামায় যার গীবত করা হয়; তার গুনাহ চলে আসে। এজন্যেই হযরত হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ যখন শুনতেন কেউ তার সম্পর্কে গীবত করেছে, তখন তিনি সে ব্যক্তির জন্য অনেক ফল এবং হরেকপদ মিষ্টদ্রব্য হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন: মাশাআল্লাহ, তিনি আমার অনেক উপকার করেছেন।

গীবত হচ্ছে গুনাহে কবীরা বা বড়ো গুনাহ। কুরআনুল কারিমে সুরা হুমাযার প্রথম আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন-

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

সুরা হুযরাত ৪৯: ১২)

'দুর্ভোগ প্রত্যেকের যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-
তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করবে না এবং একে অপরের আড়ালে নিন্দা করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? প্রকৃতপক্ষে তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু।”
গীবত কতটা ন্যাক্কারজনক ব্যাপার তা বুঝতে আমরা এই আয়াতের দিকে মনোযোগ দিই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উল্লিখিত আয়াতে গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। লক্ষ করুন, এখা আল্লাহ তাআলা গীবতের ব্যাপারে কত শক্তিশালী ও পরিষ্কার তুলনা দিয়েছে, বান্দার বোঝার সুবিধার্থে। প্রথমতঃ আদম

সন্তান পরস্পর ভাই-ভাই, রক্তে। সম্পর্কে না হোক; আচার-আচরণ ও প্রকৃতিগত দিক থেকে সকল মানুষ একঃ মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

লোভ, ঘৃণা, হিংসা, সুবিধাগ্রহণ ইত্যাদি মৌলিক প্রবণতা সব মানুষের মধ্যেই কমবেশী রয়েছে প্রকৃতিগতভাবেই। সে হিসেবে সব মানুষই ভাই-ভাই। দোষা ব্যক্তি যে রকম রক্ত-মাংসের তৈরী মানুষ, গীবতকারীও তেমনই রক্ত-মাংসের তৈরী মানুষ। মুহূর্তের দুর্বলতায়, পরিবেশ পরিস্থিতির প্রভাবে, শয়তানের প্ররোচনায় যে-কেউ কোনো একটি অপরাধ করে থাকতে পারে। সে-রকম অবস্থায় পড়লে কিংবা সে-রকম সুযোগ পেলে গীবতকারীও যে সে অপরাধটি করত না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই স্বভাবগত দিক থেকে অপরাধকারী আর গীবতকারী একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। স্বভাবগতভাবে তারা ভাই-ভাই।

তাই কেউ যখন অন্য একজন অনুপস্থিত দোষী ভাইয়ের নামে গীবত করে, তখন সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত আহার করে বটে। এখানেও আল্লাহ তাআলার তুলনাটা কত সুন্দর ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে লক্ষ করুন। এখানে 'মৃত' বলতে 'অনুপস্থিত' বোঝাচ্ছে। একজন 'মৃত' ব্যক্তির শরীর থেকে গোশত খুলে নিলেও মৃতব্যক্তি যেমন কোনো প্রতিবাদ করতে বা বাধা দিতে পারে না; তেমনই একজন 'অনুপস্থিত' ব্যক্তির নামে হাজারটা সত্য-মিথ্যা দোষের কথা বর্ণনা করলে অনুপস্থিত থাকার কারণে সেও সেসব কথার কোনোরকম প্রতিবাদ করতে পারে না কিংবা নিজের স্বপক্ষে কোনো বক্তব্য পেশ করতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায়, গীবতকে একটি হালকা এবং গুরুত্বহীন ব্যাপার বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা বিপুল ক্ষতিকর এক ব্যাধি। এটা তাগুতী শক্তির মারাত্মক মরণাস্ত্র। আপনি লক্ষ করে থাকবেন, দুষ্ট লোকজন কীভাবে গীবতকে ব্যবহার করে ছোট-বড়ো সামাজিক দুর্ঘটনা ও কোন্দল সৃষ্টি করে এবং সেসব দুর্ঘটনা ও কোন্দল থেকে অবশেষে নিজেরা ফায়দা লুট করে। আপনার নিজের দেখা এমন অসংখ্য উদাহরণ আপনি স্মরণ করতে পারবেন।

অতএব, আমরা সকলেই গীবত থেকে তো বটেই এমনকি গীবত শোনা থেকেও সাবধান থাকব ইনশাআল্লাহ। কোনো গীবতকারীকে আমরা প্রশ্রয় দেব না। এ-কথা নিশ্চিত যে, যে ব্যক্তি আপনার সামনে অন্যের দোষ সম্পর্কে বলে থাকে, নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি আপনার অনুপস্থিতিতে অন্যের সামনে আপনার দোষও বলাবলি করে

থাকবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে গীবত করা ও শোনা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

৩.গীবত একটি মারাত্মক কবিরা গুনাহ

ইমাম নববি রহ, জবান সম্পর্কিত গুনাহসমূহের একটি তালিকা করেছেন। সেই তালিকার মাঝে তিনি সর্বপ্রথম গীবতের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা জবান সম্পর্কিত গুনাহসমূহের মধ্যে এটির ব্যাপকতাই সবচেয়ে বেশি। এটি এমন এক ব্যাধি; যা আমাদের প্রতিটি আসরে, প্রতিটি মজলিশে ছড়িয়ে পড়েছে। কোনো আড্ডা আজ এই গীবত থেকে মুক্ত নয়। কোনো আলাপচারিতা আজ গীবতের থেকে পবিত্র নয়। অথচ নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গীবত সম্পর্কে কঠিন শাস্তির ধমকি দিয়েছেন। কুরআনুল কারিম গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে যেই কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছে; অন্য কোনো গুনাহের ক্ষেত্রে ততটা রুক্ষ ভাষা ব্যবহার করেনি।মদ পান করা, ডাকাতি করা, ব্যভিচার করা; এগুলো যেমন কবিরা গুনাহ তদ্রুপ গীবত করাও একটি কবিরা গুনাহ। উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সবক'টিই অকাট্য হারাম; বরং গীবত যেহেতু বান্দার হক সম্পর্কিত কবিরা গুনাহ; কাজেই তার ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা অন্যগুলোর তুলনায় বেশি প্রকট।কেননা বান্দার হক নষ্ট করা এমন এক অপরাধ যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই বান্দা মাফ করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত অপরাধীর ক্ষমা নেই।

পক্ষান্তরে আল্লাহর হক সম্পর্কিত গুনাহগুলো তাওবা ইসতিগফারের মাধ্যমে মাফ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু স্রেফ তাওবা-ইসতিগফার দিয়ে গীবত মাফ হয় না। কাজেই এর দ্বারা বুঝে নিন, গীবত কতটা জঘন্য পাপ। আসুন, আমরা নিবিষ্ট মনে মনোযোগ প্রদান করি যে, আজ থেকে গীবত করবও না, গীবত শুনবও না। যদি আমাদের মজলিশে গীবত শুরু হয়ে যায়, তাহলে আমরা প্রথমত চেষ্টা করব; যেন কথার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। অন্য কোনো প্রসঙ্গে কথা বলা শুরু করব। যদি কথার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম না হই, তাহলে সেই মজলিশ থেকে উঠে যাব। কেননা গীবত করা যেমন হারাম, তদ্রুপ গীবত শ্রবণ করাও হারাম।

৪.গীবত ও চোগলখোরীর পার্থক্য

অনেক মানুষ মনে করে থাকে, যার মধ্যে যে দোষ-ত্রুটি নেই, তার সে দোষ-ত্রুটি বর্ণনাই হচ্ছে গীবত; এই ধারণা মোটেই সঠিক নয়। গীবত হচ্ছে তা-ই, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে যে দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে, সে দোষ-ত্রুটি অপরের কাছে বর্ণনা করা।

আর চোগলখোরী হচ্ছে, কারো মান-সম্মান ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে বা পরস্পরের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কারো নামে মিথ্যা দোষ-ত্রুটি প্রচার করে বেড়ানো; যা অভিযুক্ত ব্যক্তির মাঝে নেই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

আমি কি তোমাদের হুশিয়ার করব না; চোগলখোরী কী? তা হচ্ছে কুৎসা রটানো; যা মানুষের মধ্যে বৈরিতার সৃষ্টি করে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি সত্য কথা বললে সত্যবাদী লিপিবদ্ধ হয়; আবার কেউ মিথ্যা বললে মিথ্যাবাদী লিপিবদ্ধ হয়। -(সাহিহ মুসলিম)

কুরআন-হাদিসে চোগলখোরের সমালোচনার সাথে কঠোর হুশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। আবার অনেক স্কলারগণ চোগলখোরীকে গীবতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তবে নিঃসন্দেহে চোগলখোরীও একটি মারাত্মক অপরাধ।

ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির জন্যে একের কথা অপরের নিকট পৌঁছানোকে চোগলখোরী বলে।-(রিয়াদুল সালেহিন)

চোগলখোরদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন-

আর তুমি আনুগত্য করো না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির; যে অধিক কসমকারী, লাঞ্ছিত। পেছনে নিন্দাকারী ও যে চোগলখোরী করে বেড়ায়। -(সুরা কলাম)

কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন স্থানে যারা পেছনে নিন্দাকারী একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগিয়ে বেড়ায় তাদের নিন্দা করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে কঠিন সাবধানবাণীও শোনানো হয়েছে। এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

কাত্তাত (যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়) জান্নাতে প্রবেশ করবে না। -(বুখারি)

কুরআন ও হাদিসে চোগলখুরির ব্যাপারে কঠিন পরিণতির কথা বলা হয়েছে। গীবত থেকেও মারাত্মক হওয়ার কারণ হলো, চোগলখুরির ফলে দুটি মারাত্মক গুনাহ হয়। একটি হলো, এখানে গীবত হয়। দ্বিতীয় বিষয় হলো, এর পেছনে অপর মুসলমানকে কষ্ট দেওয়ার বদনিয়ত কাজ করে। কাজেই এই চোগলখুরির মাঝে দুই প্রকার গুনাহ শামিল। এ ব্যাপারে কুরআন কারিমে বর্ণিত হয়েছে-

(هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ

উক্ত আয়াতে কাফেরের স্বভাব-প্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে যে, কাফের ব্যক্তি দুনিয়াতে এমনভাবে চলে যে, সে অন্য ব্যক্তির ওপর মিথ্যা অপবাদ ছুড়ে বেড়ায় আর তার চোগলখুরি করে।

হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ

চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মদিনা বা মক্কার বাগানগুলোর মধ্য থেকে কোনো এক বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

তিনি এমন দু-ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন, যাদের কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছিল। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এদের দু-জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে, অথচ কোনো গুরুতর অপরাধে তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না।
তারপর তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এদের একজন পেশাব করতে গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করত না; অপর ব্যক্তি চোগলখোরী করত।' অতঃপর তিনি একটি খেজুরের ডাল আনতে বললেন এবং তা ভেঙ্গে দু-টুকরো করে প্রত্যেকের কবরের উপর এক টুকরো করে রাখলেন। তাঁকে বলা হলো-'হে আল্লাহর রাসুল, কেন এমনটা করলেন?' তিনি বললেন, 'আশা করা যেতে পারে; যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু-টি ডাল শুকিয়ে না যায়, তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে।-(বুখারী)

৫.মৃতব্যক্তির গীবত

জীবিতের গীবত যেমন হারাম, তেমনি মৃতব্যক্তিকে গালি দেওয়া, তাদের মন্দ বল তাদের দোষ-ত্রুটির বর্ণনা করা এবং গীবত করা সবই হারাম; যদিও তার জীবদ্দশায় পাপকর্মে লিপ্ত ছিল।
এ ব্যাপারে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলেছেন-

তোমরা মৃতদের গালি দিও না, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান পাওয়ার স্থানে পৌঁছে গেছে।" -(কিতাবুল-তারগিব)

তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও এবং তার গীবত করো না। -(আবু দাউদ)

তোমরা মৃতব্যক্তির সৎগুণাবলী আলোচনা করো এবং তাদের গীবত থেকে বিরত থাকো।'
-(আবু দাউদ)

হাদিসের বাণী ছাড়াও বিবেকের দাবি এমন যে, মৃতদের গীবত আমাদের জন্য উচিত নয়। মৃতব্যক্তি জীবিত ব্যক্তির গীবত করতে অক্ষম। অতএব জীবিত ব্যক্তিরও উচিত, মৃতব্যক্তির গীবত না করা।

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু প্রায়ই কবরস্থানে যেতেন এবং কবরের পাশে বসতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, আমি এমন লোকের নিকট বসি, যারা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমি চলে এলে তারা আমার গীবত করে না; কিন্তু জীবিতদের অবস্থা তো এর বিপরীত।

৬.ইশারা-ইঙ্গিতে গীবত

সরাসরি নাম উল্লেখ না করে এমন কিছু ইঙ্গিতবহ উপমা ব্যবহার করে কারো দোষ বর্ণনা করা যে, লোকেরা উপমার দ্বারা বুঝে নিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তির গীবত করা হচ্ছে। যেমন কেউ বলল, আমাদের নিকট এক লোক এসেছিল-যে এরূপ। এতে তার গীবত করা হলো; অথবা কেউ বলল, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর অনুগত হয়ে চলে এবং নিজের পিতা-মাতার কথা শোনে না; এতে শ্রবণকারী বুঝতে পারল যে, সে অমুক ব্যক্তির গীবত করছে।

একদিনের ঘটনা। উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা রাদি. নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত রয়েছেন। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে উম্মুল মুমিনীন হজরত সফিয়্যা রাদি.-এর প্রসঙ্গ উঠে এলো। সতীনদের পরস্পরে খুনসুটি লেগে থাকা মানববৈশিষ্ট্যের স্বভাবজাত চাহিদা। হজরত সফিয়্যা রাদি.-এর উচ্চতা খানিকটা খর্ব ছিল। হজরত আয়েশা রাদি, আলাপচারিতার এক পর্যায়ে তাঁর সম্পর্কে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন যে, তিনি তো খর্বাকৃতির। তিনি মুখে বলেননি যে, তিনি তো বেঁটে। শুধু হাত দিয়ে ইশারা করেছিলেন মাত্র। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে ইঙ্গিত করাটাকেও পছন্দ করলেন না। বললেন, আয়েশা, তুমি আজ এমন একটি কাজ করেছ যে, যদি তোমার সেই কাজের বিষাক্ত গন্ধ সমুদ্রের পানিতে ফেলা হয়, তাহলে গোটা সমুদ্রের পানি দুর্গন্ধযুক্ত ও বিষাক্ত হয়ে যাবে। এথেকে আপনি অনুমান করে নিন যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবতের যৎসামান্য ইঙ্গিতকেও কীভাবে জঘন্যাকারে ব্যক্ত করেছেন। এরপর নবি

করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি আমাকে পৃথিবীর সমস্ত দৌলতও এনে দেয় তারপরও আমি কারও এমন কোনো কথা নকল করব না; যার মাধ্যমে তাকে কটাক্ষ করা হবে, যার মাধ্যমে তার দোষচর্চা হবে।

৭.অভিনয় এর মাধ্যমে গীবত

গীবত সুস্পষ্ট বাক্যে এবং অভিনয়ের মাধ্যমেও সংঘটিত হতে পারে।
সরাসরি যেমন: কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক তার দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করা।

অভিনয়ের মাধ্যমে যেমন: অন্ধ, বোবা ইত্যাদি সেজে অভিনয় করে তাদের দোষ-ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করা বা সমালোচনার উদ্দেশ্যে কারো চাল-চলন, কথা-বার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি নকল করে অভিনয় করা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

আমি অনুকরণ পছন্দ করি না, এত এত সম্পদের বিনিময়েও না।-(তিরমিজি)

একদা হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা কোনো মহিলাকে অনুকরণ করে দেখালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-

কাউকে নকল করা আমার কাছে মোটেও পছন্দনীয় নয়, অনেক অনেক সম্পদের বিনিময়েও নয়।

৮.মুসলমানের গীবত

মুসলমানের গীবত করা অকাট্যভাবে হারাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেন-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْ
كُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

অর্থ: **হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো।নিশ্চয়ই কোনো কোনো অনুমান পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাকো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু।**
-(সুরা হুযরাত)

অত্র আয়াতে মুসলমানদের একে অপরের গীবত করা হারাম ঘোষিত হয়েছে; কারণ আরবি 'কুম' সর্বনাম 'মুমিন' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোনো মুসলমান অপর মুসলমানের গীবত করবে ন।

৯.ইবাদতের গীবত

মসজিদে গেলে দেখা যায়, কেউ কেউ এমন থাকে তার পাশ দিয়ে কেউ শুধু ফরয নামাজ আদায় করে চলে গেলে, তার যাওয়ার দিকে খুবই নেতিবাচক দষ্টি দিয়ে তাকায়। অনেকেই বলে ফেলে, এই লোকের তো নামাযই হবে না; শুধু ফরজ আদায় করে চলে গেল।

আবার অনেকেই বলে, অমুক লোককে আমি কোনোদিন সুন্নত, নফল পড়তে দেখিনি; কোনোরকম ফরজ আদায় করে চলে যায়। আপনি কি জানেন এমন কথাবার্তা বলাও একধরনের গীবত।

ইবাদতের ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখপূর্বক সমালোচনা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন: অমুক ব্যক্তি উত্তমরূপে নামায পড়ে না, রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে না, নফল নামায পড়ে না, রমজানের সবগুলো রোযা রাখে না অথবা মাকরুহ ওয়াক্তে নামায পড়ে, ইত্যাদি।

তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে কিছু লোক ঘুমিয়ে থাকলে শেখ সাদি রহিমাহুল্লাহ তাদের সমালোচনা করেন এবং বলেন, এ লোকগুলো যদি তাহাজ্জুদ পড়ত, তবে কতই-না ভালো হত। সাদীর পিতা একথা শুনে বললেন, কতই-না ভালো হত, যদি তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মত ঘুমিয়ে থাকতে, তা হলে এদের গীবত করার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপত না।

অতএব, আমাদের জন্যে উচিত নয়; কারো ইবাদত নিয়ে সমালোচনা করা। আমার ইবাদত আমার জন্যে, অন্যের ইবাদত তার নিজের জন্যেই; এর প্রতিফল দেওয়ার মালিক কেবলই আল্লাহ তাআলা।
এক ব্যক্তি কারো সমালোচনা করে বলল, আমি আল্লাহর জন্যে অমুক খাক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এ-কথা জানতে পেরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বলল-ইয়া রাসুলুল্লাহ, অমুক ব্যক্তি আমার সমালোচনা করেছে এবং আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের খবর দিয়েছে। আপনি তাকে ডাকুন এবং আমার প্রতি ইনসাফ করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো? সে বলল, আমি তার প্রতিবেশী; সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো সালাত আদায় করে না, রমজানের রোযা ব্যতীত অন্য কোনো রোযা রাখে না এবং যাকাত ব্যতীত অতিরিক্ত কোনো দান-খয়রাত করে না; তাই আমি তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। তার বক্তব্য শেষ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বলল-হে আল্লাহর রাসুল, তাকে জিজ্ঞেস করুন; আমি ফরয আদায় করতে কোনোরূপ ত্রুটি করি কি না? তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল-না, সে ফরয আদায়ে কোনোরূপ ত্রুটি করে না

এবং তা যথারীতি পালন করে। কিন্তু সে নফল ইবাদত করে না, তাই তার প্রতি আমার মন বিরক্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, খুব সম্ভব পরিশেষে সে তোমার তুলনায় ভাগ্যবান হবে। অতএব তার গীবত করা, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা; তোমার জন্য সমীচীন নয়।”

অতএব, কারো ইবাদত কম-বেশি নিয়ে আমরা যেন সমালোচনা না করি, সমালোচনা করতে গিয়ে হয়তো প্রতিফল দিবসে দেখা যাবে, আমি ইবাদত বেশি করেও তার তুলনায় নিতান্তই অল্প।

১০.গুনাহের গীবত

আমাদের মধ্যে যারা দীনদার; তাদের মাঝে খুব বেশি একটি বিষয় লক্ষ করা যায়, কেউ পাপ কাজে লিপ্ত থাকলে, গুনাহের কাজে নিমজ্জিত থাকলে, আমরা তা অতি উৎসাহী হয়ে বলে বেড়াই; কারণ আমরা দীনদার, অথচ এ-কথা ভেবেও দেখি না, বা জানি না; না হয় বুঝতে পারি না এর মাধ্যমে আমরা গুনাহে গীবতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছি।যেমন এমন বলা, অমুক বাক্তি যেনা করেছে, গীবত করেছে বা তার অন্থা বিদ্বেষে পর্ণ, তার মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে, সে তার পিতা-মাতাকে বং দেয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, অমুক ব্যক্তি মদ পানে অভ্যন্ত বা চোর. ডাকাত, ইত্যাদি।

শেখ সাদি রহিমাহুল্লাহ একবার তার শিক্ষককে বললেন, অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। শিক্ষক বললেন; হে সাদি, তোমার মতে বিদ্বেষ পোষণ করা হারাম আর গীবত করা কি হালাল? তুমি আমার নিকট তার গীবত করছ, তার বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করে।

নবি-রাসুল ব্যতীত আর কোনো মানুষই নিষ্পাপ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কিছু-না-কিছু দোষ-ত্রুটি অবশ্যই রয়েছে। কোনো ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ থাকলে অপরের মধ্যে ঘৃণা করার অভ্যাস রয়েছে। কেউ গীবত করে, কেউ গীবত শোনে; অথচ দুটোই

সমান অপরাধ। কেউ পরোক্ষ নিন্দা করে বেড়ায়, কেউ মিথ্যা বলে, কেউ চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত থাকলে কেউ অপরের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টে লিপ্ত থাকে। একজন যেনায় লিপ্ত থাকলে অন্যজন ভিন্ন দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকে।

হযরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন-

মুমিন ব্যক্তির পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্যে তিনটি জিনিসই যথেষ্ট-

এক. নিজে যে অপকর্মে লিপ্ত, অন্যকে সে অপকর্ম করতে দেখলে তার সমালোচনা করা।

দুই.অন্যের দোষ দেখে বেড়ায়; অথচ নিজের দোষ সম্পর্কে অন্ধ।

তিন. নিজের প্রতিবেশী বা সহচরকে অযথা কষ্ট দেওয়া, হয়রানি করা।

কোনো ব্যক্তিকে তার গুনাহের কারণে অপদস্থ করা এবং তাকে জাহান্নামী মনে করা; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কাজ (নাউজুবিল্লাহ)।

বরং যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে অপমান করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে অপমান করেন, অন্যদিকে যাকে অপমান করা হয়; তাকে মাফ করে দেন।

বনি ইসরাঈলের দুই ব্যক্তির ঘটনা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের একজন সর্বদা ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকত, আর অন্যজন সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকত। ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি সবসময় পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিকে হেয়-প্রতিপন্ন করত। ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি একদিন পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির উপর চটে গিয়ে বলল; আল্লাহর শপথ, তুমি জাহান্নামে যাবে। এ কথাটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অপছন্দ হলো এবং তিনি ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তিকে জাহান্নামি ও পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকে জান্নাতি বানিয়ে দিলেন। -(আবু দাউদ)

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেন-

আল্লাহর স্মরণ-শূন্য কথা বেশি বলো না, অন্যথায় তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে যাবে, আর কঠিন হৃদয় তোমাদের অজান্তে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়িও না, যেমন মনিব তার গোলামের তদারকি করে; বরং তোমরা নিজ নিজ দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ করে এমনভাবে যে, তোমরা আল্লাহর গোলাম। মানুষ দুই ধরনের; কিছু লোন গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, আর কিছু লোক গুনাহ থেকে নিরাপদ থাক চেষ্টা করে। তোমরা কাউকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার প্র দয়াপরবশ হও এবং তার কল্যাণের জন্য দুয়া করো এবং নিজে গুন থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করো এ গুনাহগারকে অপমান করো না।

মোটকথা, কোনো ব্যক্তিই দোষ থেকে মুক্ত নয়। অতএব, যেকে লোকের মধ্যকার যেকোনো দোষ-চর্চা বাতুলতা মাত্র। কারণ চর্চাকারীও ত্রুটি মুক্ত নয়। তাই কোনো ব্যক্তিকে গুনাহের কাজে থাকতে দেখলে, তার জন্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সৎপথ কামনা উচিত, তাকে হেয়-প্রতিপন্ন করা, গীবত করা, সমালোচনা করা আ কাজ। এতে সে হয়তো তওবা করবে, অনুতপ্ত হবে অথবা যখন ভুল পারবে, তখন আল্লাহর নিকট তওবা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে। দোষের কথা মনে হলে নিজের দোষের কথা স্মরণ করবেন। অ পাপকাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে

১১.যা গীবত ভাবা হয় না

কোনো এক প্রয়োজনে একজন বেটে স্ত্রীলোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসে। সে চলে যাওয়ার পর আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা তার দৈহিক কাঠামো বেটে হওয়ার ত্রুটি বর্ণনা করলে রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আয়েশা, তুমি স্ত্রীলোকটির "গীবত" করলে। তিনি বললেন-ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি তো বাস্তব ঘটনার বিপরীত কিছু বলিনি, অবশ্যই আমি তার বেটে হওয়ার কথা বলেছি এবং এ ত্রুটি তার মধ্যে রয়েছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন হে আয়েশা, যদিও তুমি সত্য বলেছ, কিন্তু তুমি তার ত্রুটি বর্ণনা করেছ; তা-ই তা গীবত হয়ে গেল।-(বাবুল গীবত)

সেজন্য আমরা বলতে পারি, কারো কোনো ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত; যদিও সেই ত্রুটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান থাকে, তথাপিও তার ত্রুটি বর্ণনা করার কারণে তা গীবত হয়ে গেছে। যেমনটা সাব্বির করেছে।

তাবেঈ ইবরাহিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন-
কারো প্রকৃত দোষ বর্ণনা করলে তুমি তার গীবত করলে। তোমার বর্ণিত দোষ তার মধ্যে না থাকলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে।

একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন; গীবত কাকে বলে তোমরা কি জানো? সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সমালোচনা করো না; যা সে শুনতে পছন্দ করবে না। সাহাবায়ে কেরাম আরনয করলেন: হে আল্লাহর রাসুল, যদি সেই দোষ তার মাঝে বিদ্যমান থাকে, তবুও কি তা গীবত হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যদি তার সত্যিকার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করো, তা হলে তার গীবত করলে, আর যদি তুমি যা বললে তা বাস্তবে তার মাঝে বিদ্যমান না থাকে; তবে তুমি তার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করলে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'তোমার ভাই' শব্দের ব্যবহার করে ইশারা করেছেন, তুমি যার গীবত করছ; সে তোমার কোনো নিকটাত্মীয় না হলেও তোমার ভাই। কীভাবে?

ক. তার ও তোমার আদি পিতা একই ব্যক্তি; হযরত আদম আলাইহিস সালাম।

খ. তার ও তোমার আদি মাতা একই নারী; হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাম।

গ. তুমি এবং সে উভয়েই মুসলিম; আর সকল মুসলিম ভাই ভাই।

অতএব, নিজের সহোদর ভাইয়ের গীবত করা থেকে মানুষ যেভাবে বিরত থাকে, তদ্রূপ অন্যদের গীবত থেকেও বিরত থাকা উচিত।

একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের বললেন : গীবত হলো অপর ব্যক্তির এমন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা-যা প্রকৃতই তার মাঝে রয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম বললেন: হে আল্লাহর রাসুল, আমরা তো মনে করতাম, কারো মধ্যে যে দোষ নেই, তার সাথে সে দোষ সংশ্লিষ্ট করে বর্ণনা করাই হচ্ছে গীবত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা তো মিথ্যা অপবাদ।"

উপরে যেসব হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, সামনে বলার মতো কোনো দোষ হোক বা না হোক-উভয় প্রকার দোষচর্চাই গীবত।

তবে কিছু লোক বলে, তারা মনে করে; যে দোষ অন্যের জানা নেই সে ধরনের দোষ বর্ণনা করা গীবত। অতএব কারো এমন দোষ বর্ণনা করা গীবত হবে না যা সকলে জানে। এদের যদি বলা হয় তুমি কেন গীবত করছ; তারা বলে, এটা তো গীবত নয়; কারণ যে দোষ আমরা বর্ণনা করছি তা তো গোপন নয়, বরং সে সম্পর্কে সকলেরই জানা। এমন তো নয় যে আমরা বর্ণনা করার পরই লোকেরা তা জানতে পেরেছে।

এটা হচ্ছে তাদের ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, দোষ প্রসিদ্ধ হোক কিংবা গোপন; তা বর্ণনা করার সাথেই তা গীবত হয়ে যায়। দোষ প্রসিদ্ধ না হলে বরং তার চর্চায় দ্বিবিধ পাপ হয়-একটি গীবতের, অন্যটি দোষ প্রচার ও প্রকাশ করে বেড়ানোর; আর যে দোষ সকলের জানা আছে; তার ক্ষেত্রে কেবল গীবতের পাপ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১২.গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার নামান্তর

একটি হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দু'জন মহিলা রোজা রাখা অবস্থায় পরস্পর বিভিন্ন কথা-বার্তায় লিপ্ত হয়ে গেল। এক পর্যায়ে তাদের কথা-বার্তা গীবত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিছুক্ষণ পর এক সাহাবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খবর নিয়ে এলেন, হে রাসুল, দু'জন মহিলা রোজা রেখেছিল, এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। পিপাসায় প্রাণ যায় যায় অবস্থা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহির মাধ্যমে মহিলা দু'জনের গীবত সম্পর্কে জেনে গেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলা দু'জনকে নিয়ে আসতে বললেন। তাদের নিয়ে আসা হলো। তিনি দেখতে পেলেন ওই মহিলা দু'জনের অবস্থা সংকটাপন্ন। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি বড় পেয়ালা আনতে বললেন। পেয়ালা নিয়ে আসার পর তাদের একজন মহিলাকে পেয়ালার মধ্যে বমি করতে বললেন। ওই মহিলা বমি করল। তাতে দেখা গেল বমির মধ্যে রক্ত এবং তাজা গোশতের টুকরা রয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় মহিলাকে অনুরূপ করতে বললেন। সেও নির্দেশ পালন করল। অনুরূপ তার মুখ থেকেও রক্ত বমি এবং তাজা গোশতের টুকরা বের হয়ে এলো।"

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরা দু'জন যাদের গীবত করেছে এই গোশতগুলো তাদের। যদিও তোমরা দু'জন রোজা রাখা অবস্থায় হালাল খাদ্য বর্জন করেছ; কিন্তু অপর ব্যক্তির হারাম রক্ত, গোশত খেয়েছ। যদ্দরুন দু'জনের পেট হারাম রক্ত ও গোশত দ্বারা ভরে গিয়েছিল। তাই এ অবস্থা হয়েছে।
এরপর বললেন, ভবিষ্যতে যেন কখনো তারা গীবত না করে। কেমন যেন আল্লাহ তাআলা গীবতের উপমা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যকরে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন, যেন আমরা গীবতের পরিণতি বুঝতে সক্ষম হই।

আল্লাহআপনি কুরআনুল কারিম ইরশাদ করেছে-

(وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

তোমরা একে অন্যের গীবত করো না। (কেননা গীবত এতটাই নিকৃষ্টতম কাজ যে, এটি নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার নামান্তর)। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে? যাকে তোমরা খুবই অপ্রিয় মনে করে থাকো।

কাজেই তোমরা যখন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে খুবই অপ্রিয় মনো করো, তাহলে এখন থেকে গীবত করাকেও তেমনি খারাপ মনে করতে শুরু করো। লক্ষ করে দেখুন, এখন কীভাবে গীবতের মন্দত্ব তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের গোশত খাওয়া তথা আদমখোর হওয়াটা সত্তাগত বিচারে খুবই জঘন্য বিষয়। উপরন্তু সেটি যদি নিজের ভাইয়ের গোশত খাওয়া, তাও আবার মৃত ভাইয়ের, তাহলে সেটি কতটা জঘন্য কাজ। কাজেই নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া যেমন একটি চরম বিকৃত অপরাধ; তেমনি গীবতও একটি জঘন্য অপরাধ।

আসলে আমাদের রুচি এতটাই খারাপ হয়ে গেছে যে, আমাদের অন্তর থেকে গুনাহের মন্দত্বের অনুভূতি চলে গেছে। তবে যে সব বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা সুরুচি ও বোধ দান করেছেন তাঁরা গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে থাকেন।

১৩.যিনা-ব্যভিচার ও সূদ-ঘুষের চেয়েও নিকৃষ্ট পাপ গীবত

সমাজে প্রচলিত পাপগুলোর মাঝে শীর্ষস্থানীয় জঘন্য পাপ হ’ল ব্যভিচার ও সূদ। লম্পট, যেনাকার ও সূদ-ঘুষখোর নর-নারীকে সমাজের সবাই ঘৃণা করে। তাদেরকে কেউ অন্তরে ঠাঁই দেয় না। কিন্তু ভয়ংকর ব্যাপার হ’ল সূদ-ঘুষ ও যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও ক্ষতিকর, ঈমান বিধ্বংসী ও নিকৃষ্ট পাপ হ’ল গীবত। আরো ভয়াবহ ব্যাপার হ’ল মুসলিম সমাজের অনেকেই ব্যভিচার ও সূদের পাপ থেকে নিজেকে হেফাযত করতে পারলেও অবলিলায় গীবতের পাপে জড়িয়ে পড়েন।

বারা ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

বাহাত্তরটি দরজা আছে। তন্মধ্যে নিকটবর্তী দরজা হ’ল কোন পুরুষ কর্তৃক তার মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। আর সবচেয়ে বড় সূদ হ’ল অপর ভাইয়ের

সম্মানহানি করা (অর্থাৎ গীবত করা)’।-(তবারানি)আমরা জানি, যিনা-ব্যভিচার এমনিতেই নিকৃষ্ট মানের পাপ। ব্যভিচারীকে মানুষ সবসময় ঘৃণার চোখে দেখতে অভ্যস্ত। তার উপর আপন মায়ের সাথে এমন জঘন্য কাজের কথা মানুষ কল্পনাই করতে পারে না। আবার এই কল্পনাতীত গুনাহটাই নাকি সূদের সবচেয়ে লঘু স্তর। তাহ’লে সূদ আরো কত ভয়াবহ পাপ? আর সেই সূদের চেয়েও বড় পাপ হ’ল গীবত। তাহ’লে এই গীবত কত নিকৃষ্ট, জঘন্য ও নিন্দনীয় পাপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওলামায়ে কেরাম বলেন, সূদের চেয়ে গীবতের পাপ মারাত্মক হওয়ার কারণ হ’ল মুসলিম ব্যক্তির সম্পদের চেয়ে তার মান-মর্যাদা অনেক বেশী মূল্যবান। তাই তার সম্পদ আত্মসাৎ করার চেয়ে তার সম্মান নষ্ট করার ভয়াবহতা অনেক বেশী।(ফাতহুল ক্বারেবিন মুজীব)

অপর এক হাদীছে এসেছে,

আনাস (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মাঝে খুৎবাহ দিলেন। খুৎবাতে তিনি সূদের ভয়াবহতা তুলে ধরে বলেন,।

‘কোন ব্যক্তির জন্য ছত্রিশবার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ হ’ল এক দিরহাম সূদ গ্রহণ করা। আর সবচেয়ে বড় সূদ হ’ল মুসলিম ভাইয়ের সম্মানে আঘাত দেওয়া বা গীবত করা’।(ছহিহুল জামে)

১৪.গীবত এর শাস্তি ও ভয়াবহতা

গীবত বা পরনিন্দা একটি সর্বনাশা মহাপাপ। এই পাপের মাধ্যমে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার নষ্ট হয়। কারণ পরনিন্দার মাধ্যমে অন্যের সম্মান হানি করা হয় এবং তার মর্যাদার ওপর চরমভাবে আঘাত করা হয়, যা আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমের উপর হারাম করেছেন।যে অপরাধ যত জঘন্য, সে অপরাধের শাস্তি তত কঠিন। ছিনতাইকারীর শাস্তি দু-বছরের জেল হলে ডাকাতির শাস্তি পাঁচ বছর। যখম করার শাস্তি দশ বছরের জেল হলে খুন করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এভাবে নিয়মানুসারে অপরাধ বিবেচনা করে সাধারণত দুনিয়ায় শাস্তির বিধান প্রণয়ন করা হয়। শাস্তির বিধান জারি আছে বলেই আমরা অপরাধ কিংবা গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকি। শাস্তির

বিধান প্রণয়ন না থাকলে যেমন সমাজে বিভেদ, বিষোদগার, অন্যায়, অনাচার বেড়ে যেত; ঠিক তেমনি জাহান্নামের শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে, আমরাও অনায়াসে সমস্ত পাপ, খারাপ ও অশ্লীল কাজ করে যেতাম।

তবে বলে রাখা দরকার, দুনিয়াবী সুখ-শান্তির সাথে যেমন জান্নাতের সুখ-শান্তির কিঞ্চিৎ অনুমান কিংবা কল্পনাও করা যাবে না; ঠিক একইভাবে দুনিয়াবী শাস্তির মতো জাহান্নামের শাস্তিও কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপলব্ধি করা যাবে না। সুখ এবং শাস্তি দুটোই আখেরাতে অসীম, অকল্পনীয়, অভাবনীয়। ঠুনকো অপরাধেও আখেরাতের আযাব প্রকাণ্ড, ভয়াবহ।

গীবত থেকে বেঁচে থাকা খুব বেশি কঠিন কাজ নয়; নিজ যবানকে নিয়ন্ত্রণ রেখে নিজের ত্রুটিগুলো বিবেচনা করলেই এ থেকে মুক্ত থাকা যায়। গীবত থেকে বেঁচে থাকা যে সহজ এটা আমার কথা নয়, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন। একটি হাদিসে এসেছে

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার দুটো কবরের কাছে পৌঁছলেন। কবরবাসীদ্বয়কে তখন শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। তিনি বললেন, এই ব্যক্তিদ্বয়কে কোনো গুরুতর অপরাধে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। হাঁ, তাদের একজন মানুষের গীবত করত, আর অপরজন পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না।(আদাবুল মুফরাদ)

১৫.গীবতকারী কবরে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে

মৃত্যুর পর থেকেই গীবতকারীর পরকালীন শাস্তি শুরু হয়ে যায়।
ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন ‘নবী করীম (ছাঃ) একদা দু’টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এ সময় তিনি বললেন, এদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ফেড়ে দু’ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের

উপর একটা করে পুঁতে দিলেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেন এমন করলেন? তিনি বললেন, আশা করা যায় এই দু'টি ডাল শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে'।(বুখারীর,মুসলিম)
অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,‌ 'তাদের একজন মানুষের গীবত করত। আর অপরজন পেশাবের
(ছিটার) ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না'।(ইবনু মাজাহ)
ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন 'কবরের আযাব তিন ভাগে বিভক্ত : এক-তৃতীয়ংশ গীবতের কারণে, এক-তৃতীয়াংশ পেশাব থেকে সতর্ক না থাকার কারণে আর এক-তৃতীয়াংশ চোগলখুরীর কারণে হবে'।
(ইবনু হাজার হায়তা)
কবি বলেন,
'হে মানুষ! জিহবাকে সংযত রাখ। তোমার জিহবা একটা (বিষাক্ত) সাপের মতো, সে যেন তোমাকে ছোবল না মারে। কবরে এমন কত নিহত লোক আছে, যাকে তার জিহবা হত্যা করেছে। জিহবা এমন (ভয়ংকর) বস্তু যে, তরবারিও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভয় পায়'।-(নববী,আল-আসকার)

১৬. গীবতের মাধ্যমে নেক আমল ক্ষতিগ্রস্ত হয়

পরনিন্দা একটি মারাত্মক পাপ, যা বান্দার নেক আমলের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং আমলের নেকী অর্জনে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। যেমন কেউ যদি ছিয়াম রেখে গীবত করে, তাহ'লে সে ছিয়ামের ফযীলত ও নেকী লাভে বঞ্চিত হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা ও মুর্খতা পরিত্যাগ করল না, আল্লাহর নিকট (ছিয়ামের নামে) তার পানাহার পরিত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই'।(বুখারি)
অত্র হাদীছের মর্মার্থ হ'ল, কেউ যদি ছিয়ামরত অবস্থায় গীবতের মতো পাপে জড়িয়ে পড়ে, তাহ'লে সে ঐ ছিয়ামের মাধ্যমে কোন উপকারিতা হাছিল করতে পারবে না। যদি সেটা ফরয ছিয়াম হয়, তবে তার ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে এবং তাকে ক্বাযা

আদায় করতে হবে না। কিন্তু ছিয়ামের পুরস্কার ও ছওয়াব লাভে সে বঞ্চিত হবে। কারণ সে ছিয়াম রেখে মানুষের গোশত ভক্ষণ করেছে’।
অনুরূপভাবে হাদীছে ছিয়ামকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার ঢাল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গীবত সেই ঢালের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়।

যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন ‘ছিয়াম ঢাল স্বরূপ। অতএব তোমাদের কেউ যেন ছিয়ামের দিনে অশ্লীল কথা না বলে এবং শোরগোল না করে’(বুখারী,মুসলিম)
ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, ‘ছিয়ামরত অবস্থায় কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকলে সেই ছিয়াম জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঢাল হবে। সুতরাং দুনিয়াতে যদি কেউ কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে, তাহ’লে আখেরাতে সেটা তার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার কারণ হবে।

আবূ উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ (রাঃ) বলেন, ‘অত্র হাদীছে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গীবত ছিয়ামকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে’।(ফাতহুল বারী)

অর্থাৎ গীবত করলে ছিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
সালাফগণ নিজেদের নেক আমলের হেফাযতের জন্য গীবত থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতেন।
আবূল মুতাওয়াক্কিল বলেন, আবূ হুরায়রা (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম ছিয়ামরত অবস্থায় মসজিদে বেশী অবস্থান করতেন। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হ’লে বলতেন ‘আমরা আমাদের ছিয়ামকে পবিত্র রাখার জন্য এমন করে থাকি’।(ইবনি কাছীর)

১৭.ক্বিয়ামতের দিন অন্যের পাপের বোঝা নিজের কাঁধে চাপে

ক্বিয়ামতের দিন কড়ায়গন্ডায় গীবতের বদলা নেওয়া হবে। যার গীবত করা হয়েছে তার পাপের বোঝা গীবতকারীর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে, অথচ সেই গীবতকারী হয়ত সারা জীবনে একবারও সেই পাপ করেনি, তথাপি পরনিন্দার কারণে সেই পাপের ঘানি তাকে টানতে হবে। আবার নিজের কষ্টার্জিত আমল- ছালাত, ছিয়াম, দান-ছাদাক্বাহ, তাহাজ্জুদ, কুরআন তেওলাওয়াত প্রভৃতি ইবাদতের নেকীগুলো গীবতের পরিমাণ অনুযায়ী তাকে দিয়ে দিতে হবে। হাশরের ময়দানে মানুষ যখন একটা নেকীর জন্য হন্যে হয়ে পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে থাকবে, সেই কঠিন মুহূর্তে নিজের নেকী অন্যকে দিয়ে দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন ‘তোমরা কি বলতে পার, নিঃস্ব ক্ব?
ঁ ‘আমাদের মধ্যে যার টাকা কড়ি ও আসবাপত্র নেই সেই তো নিঃস্ব। তখন তিনি বললেন, ‘আমার উম্মাতের মধ্যে সেই প্রকৃত নিঃস্ব, যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের আমল নিয়ে উপস্থিত হবে; অথচ সে এই অবস্থায় আসবে যে, একে গালি দিয়েছে, একে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, একে হত্যা করেছে ও একে মেরেছে। এরপর একে তার নেক আমল থেকে দেওয়া হবে, ওকে নেক আমল থেকে দেওয়া হবে। এরপর তার কাছে (পাওনাদারের) প্রাপ্য তার নেক আমল থেকে পূরণ করা না গেলে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’।(মসলিম,মইসকাত)

সহজ কথায় আমরা যদি গীবতের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোন মাধ্যমে হোক অপর মুসলিমের অধিকার নষ্ট করি, তবে ক্বিয়ামতের দিন আমাদের সম্পাদিত নেক আমলের নেকীগুলো তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। যদি নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহ’লে যার গীবত করা হয়েছে তার পাপের বোঝাগুলো নিজের মাথায় নিতে হবে এবং এভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ’তে হবে।

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেছেন‘তোমরা গীবত থেকে সাবধান থাক। ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আগুন যেভাবে কাঠ পুড়িয়ে দেয় তার চেয়েও দ্রুতগতিতে গীবত নেক আমল নিঃশেষ করে দেয়’।

১৮. পরকালের কঠিন শাস্তি ভোগ

নিজের নেকীগুলো অন্যকে দিয়ে যখন গীবতকারী দেওলিয়া হয়ে যাবে, তখন তার জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন আমার রব (মি‘রাজের রাতে) আমাকে উপরে নিয়ে গেলেন, আমি সেখানে এমন লোকেদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখ ছিল তামা দিয়ে তৈরি। তারা সেসব নখ দিয়ে তাদের মুখমন্ডল ও বক্ষ খোঁচাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কারা? জিবরীল (আঃ) বললেন, এরা সেসব লোক, যারা (গীবত করার মাধ্যমে) মানুষের গোশত খায় এবং মানুষের মান-সম্মানে আঘাত হানে’।(আবু দাউদ, মিসকাত)

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, ‘শোকের সময় মুখ ও বুক খামচানো পুরুষ মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়; বরং এগুলো ভাড়াটে বিলাপকারিণী মহিলাদের স্বভাব। মূলত এই উপমা দেওয়ার মাধ্যমে হাশরের মাঠে গীবতকারীদের শোচনীয় ও লাঞ্ছনাদায়ক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে’।(আওনুল মাবূদ)

তৃতীয় অধ্যায়

১৯.জবানের হেফাজত

গীবত একটি সামাজিক ব্যাধি, নিষিদ্ধ পরচর্চা। ইসলাম একটি শান্তির সুশৃঙ্খল ধর্ম। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, মমত্ববোধ, ভালোবাসা, সহানুভূতি, উদারতা বিবিধ বিষয়; শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের পূর্বশর্ত, আর গীবত বা পরচর্চা; সংক্রামক ব্যাধির মতো শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী হাতিয়ার।

তাই ঈমান-আমল, দুনিয়া-আখেরাত বিধ্বংসী, হিংসা-বিদ্বেষ ও অশান্তি সৃষ্টিকারী জঘন্যতম অপরাধ গীবত বা পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকা আমাদের জন্য অবশ্য-কর্তব্য। গীবতের মধ্যে কোনো প্রতিরোধকারী না থাকায়, নীচ থেকে নীচতর ব্যক্তি, উচ্চস্তরের সম্মানি ব্যক্তির গীবত করে যাচ্ছে অনায়াসে। প্রতিরোধ না থাকার কারণে এর ধারা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে ব্যাপকভাবে মানুষকে এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।
গীবত অনেকটা ছোঁয়াছীয় রোগের মতো। একজন থেকে অন্যজনে স্থানান্তবিষ এভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে সমাজে। এর ফলে সমাজে যেমন একে অপরের হয়। আপনার থেকে একজন, তার থেকে অন্যজন, তার থেকে আরেকজন প্রতি খারাপ ধারণার তৈরি হয়; তেমনি কমতে থাকে একে অপরের প্রতি বিশ্বাস, ভরসা ও সাহায্য সহযোগিতার প্রবণতা।

আর একটি সমাজে যখন একের প্রতি অপরের খারাপ ধারণা থাকে, কেউ তখন কারো সাহায্য-সহযোগিতার আশা রাখতে পারে না, ভরসা করার মতে গ্রহণযোগ্যতা থাকে না, বিশ্বাস করতে পারার মতো ব্যক্তিত্ব থাকে না, আর যে সমাজে এমন অবস্থার তৈরি হয় সে সমাজ কোনোদিন ভালো কিছু উপহার দিতে পারে না। আর তাই বর্তমান সমাজে সব থেকে নেতিবাচক দিকগুলো হরহামেশাই দেখতে পাওয়া যায়।

গীবত করার সময় যদি প্রতিরোধ না করা হয়, অন্তত তা শোনা থেকে বিরত থাকা জরুরী। কেননা, ইচ্ছাকৃত গীবত শোনা নিজে গীবত করার মতোই অপরাধ। অতএব

আমরা নিন্দনীয় স্বভাব গীবত-চর্চা থেকে দূরে থাকব; সম্ভব না হলে অন্তত কারো গীবতে কর্ণপাত করব না এটাই প্রত্যাশা।

দুই

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বারবার নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। কারণ, জিহ্বা হলো সকল অনিষ্টের মূল। জিহ্বার ব্যবহারে মানুষকে গালি দেওয়া হয়, জিহ্বা দ্বারা মন্দ কথা বলা হয়, জিহ্বার মাধ্যমেই মানুষের ক্ষতি করা হয়, জিহ্বা ব্যবহার করে মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন আচরণের সূত্রপাত ঘটানো হয়; মানুষের সেসব কথায় কেউ কাঁদে, কেউ বা শিক্ষা নেয়, আবার কেউ হাসে। জিহ্বা ব্যবহার করে মানুষের মনে আঘাত করা হয়; গীবত পরনিন্দা জিহ্বারই একটি অপব্যবহার। মানুষের অধিকার নষ্ট করে কবিরা গুনাহ অর্জন করা হয়-এই জিহ্বার মাধ্যমেই।

জিহ্বা দিয়ে গোপন-প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র করা হয়। অগোচরে অন্যের দোষ চর্চা করা হয়। জিহ্বার অধিক ব্যবহারের কারণে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমার ঘটনা ঘটে। এমনকি মারামারি ও রক্তপাতের সূচনাও হয় এই জিহ্বার কারণেই। এভাবেই জিহ্বা দ্বারা হাজারো পাপাচার ও ধ্বংসের সূত্রপাত হয়।

হজরত সাহাল ইবনে সাআদ রা. বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি দুই চোয়ালের মধ্যস্থ অঙ্গ এবং দুই রানের মধ্যস্থ অঙ্গ হেফাজত করবে আমি তার জান্নাতের জিম্মাদার।(সহিহ বুখারি)

তোমরা আমাকে দুটো অঙ্গ হেফাজতের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তোমাদের বেহেশতের সুসংবাদ দেবো। তা হলো জিহা ও লজ্জাস্থান। জিহ্বা আর লজ্জাস্থানই হলো সমস্ত ক্ষতির মূল।
আর তাই গীবত পরিহারে জিহ্বার সঠিক ব্যবহারের ভূমিকা অতুলনীয়।

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد

অর্থ: মানুষ এমন কোনো কথা বলে না; যা লিপিবদ্ধ করা হয় না।(সুরা:আল কাফ:১৮)

তিন

জিহ্বা একটি নরম গোস্তের টুকরো হলেও এটি মহান আল্লাহ তাআলার এক বড় নিয়ামত। এটি দিয়ে যেমন অগণিত পুণ্যের কাজ করা যায়, ঠিক এর বিপরীত অসংখ্য গুনাহের কাজও এর মাধ্যমেই সংগঠিত হয়। শ্রেষ্ঠতম সম্পদ তথা ঈমান; এই জিহ্বা দিয়েই উচ্চারিত হয়, অপর দিকে কুফরীও এই জিহ্বা দিয়েই বের হয়।

এ যুগের বাস্তবতায় গীবত বা পরনিন্দা সমাজে এমন স্থান করে নিয়েছে যে, সাধারণ গ্রাম থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, অনলাইন পত্রিকা, ব্লগ, ফেইসবুক, টুইটার, বিভিন্ন টক-শো থেকে শুরু করে সাংবাদিক জনেরাও এর বাহিরে নয়। এক শ্রেণির আলেম; তারাও এ বাতাসে তাদের শরীর এলিয়ে দিয়েছে। গীবতের মাধ্যমে নিরাপরাধ দেশের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের চরিত্র হরণ করা হচ্ছে। সমাজের এই অবক্ষয় ক্যান্সার ভয়াবহ মহামারির আকার ধারণ করেছে। এর থেকে বাঁচতে না পারলে মানবতা একসময় বিপন্ন হয়ে পড়বে।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়াদি থেকে নিজেদের জিহ্বা বা যবানের যথাযথ হেফাযত করার তাউফিক দান করুন। যিকির-আযকার, সত্য কথা ও উত্তম বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে জিহ্বার যথাযথ হক আদায়ের তাউফিক দিন। আর তা না হয়, অযথা কথা বন্ধ করে নীরবে-নিভৃতে যিকির-আযকারে নিয়োজিত থাকার সুযোগ করে দিন।

বিষয়গুলো সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি, গোষ্ঠী ও বাড়ির অন্যত বয়ে আনে, ঠিক তার বিপরীত উপকার সাধিত হয় বীবত পরিহারের মাধ্যমে। এত বাহিরেও নিজের আমল, ইখলাস, আখলাক পরিশুদ্ধ হয় গীবত ত্যাগের ময়ন দুনিয়ার পাশাপাশি সবচেয়ে বড় যে উপকার: আখেরাতের কল্যাণ তো বায়োটে।

ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো একটির সাথে অন্যটি এতটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, একটী বাদ দিয়ে অনাটি গ্রহণ সম্ভব নয়। আবার সেই একটি গ্রহণ করলেও সেটা পরিপূর্ণ দ না। বিগত পর্বগুলোতে আমরা দেখেছি, গীবতকে কেন্দ্র করে; এর মাধ্যমে জড়াতে প আরও নানাবিধ পাপ এবং নিন্দনীয় কাজে। ঠিক তেমনিভাবে গীবত পরিহার করছে গীবত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সাথে সাথে এর মাধ্যমে সংঘটিত হওয়া অন্যান্য পাপসমূহ থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। যেটা গীবত পরিহারের সবচেয়ে বড় উপকার।

এর বাহিরেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপকার রয়েছে, যেগুলো গীবত পরিহারের মাধ্যমে অর্জিত হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

এক. গীবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। যে ব্যক্তি গীবত পরিহার করে সে এমন জঘন্য পাপ থেকে বেঁচে যায়।

দুই, গীবত করা যেনার চেয়ে মারাত্মক এবং জঘন্য অপরাধ, যে ব্যক্তি গীবত পরিহার করে সে এমন গর্হিত অপরাধ থেকেও বেঁচে যায়।

তিন, অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত রোযা, যার বিনিময় স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দিবেন, রোযা অবস্থায় গীবত করার কারণে রোযার বিনিময় তথা সওয়াব এবং গুণাগুন নষ্ট হয়ে যায়। অতএব যে গীবত পরিহার করে সে নিজের রোযাকে ক্রটিমুক্ত রাখতে পারে। এভাবে আমরা সর্তকতার সাথে রমযানের রোযা পালন করতে পারি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে গীবত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার তাউফিক দান করুন।

২১.গীবত থেকে বাচার উপায়

হজরত থানভি রহ. বলেন, অনেক লোক আমার নিকট এসে বলেন আমি আপনার ব্যাপারে গীবত করেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন আমি তাকে বলি, তুমি আমার ব্যাপারে যা বলেছ এই শর্তে আমি মাফ করব যে, তা আমার নিকট প্রকাশ করো। যেন আমি জানতে পারি আমার কি ভুল হয়েছে। যদি তুমি আমাকে বলে দাও তাতে আমি সংশোধন হতে পারব। আমার নিকট ওই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে। হতে পারে তোমার এ আলোচনার ফলে আমার ভুল ভেঙে যেতে পারে। এমনও তো হতে পারে যে, আমার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা সঠিক। তবে ঘটনাক্রমে আমার ভুল কাজটি হয়ে গেছে। আর জিজ্ঞেস করার দরুন আমার ভুল কর্মটি স্পষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে ওই সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দেবেন।

যদি গীবতের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন এর প্রতিকার হলো, গীবতকৃত ব্যক্তির নিকট একথা বলা যে, আমি আপনার গীবত করেছি। এর দ্বারা নিজের অন্তরের বোঝা হালকা হয়ে যাবে। অবশ্য এটা কঠিন কাজ। তবে এটাই গীবত থেকে বাঁচার মহৌষধ। দু' চারবার এটা করলে আগামী দিনগুলোর জন্য শিক্ষণীয় হয়ে যাবে।

গীবত থেকে বাচতে কিছু করনিও:
১. এই চিন্তা করা যে, গিবত করলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং আখিরাতে শাস্তি দেবেন।

২. গিবত নেক আমল ধ্বংসের কারণ হবে-এই ভাবনাও মানুষকে গিবত থেকে বাঁচাতে পারে।

৩. সব সময় নিজের দোষ-ত্রুটি ও অপূর্ণতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। কথায় আছে, 'চোখের সামনে ধরা আপন বদ্ধমুষ্টি দূরের হিমালয়কেও ঢেকে দেয়।'

নিজের মধ্যে নেই, এমন দোষ অন্য কারও মধ্যে দেখলে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।

৫. এই চিন্তা করা যে, যাকে অপমান করার জন্য আমি গিবত করছি, সে তো কিয়ামতের দিন আমার নেকিগুলো নিয়ে সম্মানিত হবে আর তার পাপগুলো আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে আমাকে লাঞ্ছিত করবে।

৬. গিবত করার সময় এই কল্পনা করা যে, আমি তো মৃত ভাইয়ের গোশত খাচ্ছি।

৭. নিজেকে হাশরের ময়দানে হিসাবের মুখোমুখি মনে করা।

২২.গীবত পরিহার ইবাদতের চেয়েও উত্তম

কোনো কোনো তাবেঈ বলেছেন-

আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের দেখেছি, তারা গীবত পরিহারকে নামায-রোযার চেয়েও উত্তম মনে করছেন (ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন), যদিও নামায এবং রোযা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত।

কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম কয়েকটি কারণে গীবত পরিহারকে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতেন। প্রথমত কোনো পাপ পরিহার একধরনের ইবাদত। কিন্তু গীবত এমন এক পাপ; যার দ্বারা শুধু আল্লাহর অবাধ্যতাই নয়, পাশাপাশি বান্দার হকও নষ্ট হয়।

নামায-রোযা আল্লাহর হক; কোনো কারণে এই হক নষ্ট হলে, পরবর্তীতে আল্লাহর নিকট তওবা করে ক্ষমা চাইলে তিমি ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু বান্দার হক; যতক্ষণ না বান্দা নিজে ক্ষমা করে দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও এর ক্ষমা করবেন না। আর গীবত করা মানে, যার গীবত করা হয় তার হক নষ্ট করা। কারো গীবত করা হলে তা সরাসরি তার মান-সম্মানে আঘাত হানে। একজন

মানুষের জন্যে, তার মান-সম্মানের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হক আর কিছুই হতে পারে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিমের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, সুদের পাপের চেয়েও মারাত্মক। (ইমাম বায়হাকি)

কোনো ব্যক্তি ইবাদত করে না, কিন্তু পাপাচার থেকে নিজেকে বিরত রাখে, সে ব্যক্তি এমন ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, যে পাপাচারেও লিপ্ত আবার ইবাদতও করে।

২৩.গিবতের কাফফারা ও ক্ষতিপূরণ

অহেতুক কথাবার্তা কেড়ে নিয়েছে আমাদের ঘুম। প্রতিনিয়ত পদস্খলন ঘটছে জবানের। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পাপের পাহাড়। এখন অন্তরে বারবার উঁকি দিচ্ছে একটি বড় প্রশ্ন: এই গুনাহগুলোকে মুছে ফেলার উপায় কী? কীভাবে আমরা পবিত্র হতে পারি এই কলুষতার কলঙ্ক থেকে?

গিবতের কাফফারা কী হবে, এ নিয়ে উলামায়ে কিরামের মতানৈক্য রয়েছে। তবে গিবতকারীর জন্য তাওবা অপরিহার্য হওয়ার প্রশ্নে সবাই একমত।

উলামায়ে কিরাম বলেন, 'প্রত্যেক গুনাহ থেকে তাওবা করা ফরজ।'

গিবত থেকে তাওবা করার শর্ত চারটি:

১. গিবত সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা।

২. কৃতকর্মের ব্যাপারে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া।

৩. জীবনে আর কখনো এই অপকর্মে লিপ্ত হবে না, এই মর্মে দৃঢ় অঙ্গীকার করা।

৪. যার গিবত করেছে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। যদি তাকে পাওয়া না যায় কিংবা এ ব্যাপারে তাকে জানালে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা অন্য কোনো কারণে মাফ চাওয়া সম্ভব না হয়, তবে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

এই হলো তাওবার শর্ত। আল্লাহর আনুগত্যের ছায়ায় ফিরে আসার এই হলো উপায়। যার গিবত করা হয়েছে, তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার বিষয়টি যেহেতু অত্যন্ত জটিল; তাই আমাদের উচিত জবানের হিফাজত করা।
চলো, আমরা জবানকে কলঙ্কমুক্ত রাখার অঙ্গীকার করি। আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে কথা শুনলে মনে রাখে, প্রয়োজন অনুপাতে কথা ফলে আর ভুল ধরে দিলে শুধরে ওঠে।

হে আল্লাহ!

আপনি আমাদের জবানের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের হিফাজত করুন এবং আমাদেরও তাদের জিহ্বার অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন।